প্রতিদিনের বাংলাদেশ



প্রতিদিনের বাংলাদেশের মুখোমুখি ঢাকা ভার্সিটির ভিসি ড. নিয়াজ আহমেদ খান । প্রবা ফটো

সারা দেশ তাকিয়ে আছে : ভিসি

মাহরিব বিন মহসিন, ঢাবি

জনদাবির কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আন্তরিক বলে উল্লেখ করেছেন ঢাকা

● এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

সারা দেশ তাকিয়ে আছে : ভিসি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। তিনি বলেন, এটা কেবল আর আমাদের বিষয় না, এটা জনদাবিতে পরিণত হয়েছে। সারা দেশ ডাকসুর দিকে তাকিয়ে আছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে নিজ কার্যালয়ে প্রতিদিনের বাংলাদেশকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এ কথাগুলো বলেন তিনি।

ডাকসু নির্বাচনের আয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপাচার্যের ভাষ্য, ডাকসু নির্বাচন ছাত্রদের একটি ব্যাপক দাবি। পরে দেখলাম সারা দেশ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। সেই অর্থে এটি জনদাবি। আমি ব্যক্তিগত এজেন্ডা নিয়ে শখ করে ডাকসু নির্বাচনের আয়োজন করছি না। ডাকসু নিয়ে অংশীজনদের সঙ্গে ৭০টির বেশি বৈঠক করে ৯ মাস ধরে মানুষের সাথে কথা বলেছি। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন মিলে একটি পরিবেশ তৈরিতে কাজ করেছি। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মাঠে নেমেছি।

তার ভাষায়, আমাদের প্রতি ছাত্রদের ব্যাপক সমর্থন রয়েছে। এটি আমাদের একটি বড় শক্তি। মানুষের শুভবুদ্ধির ওপরে আস্থা স্থাপন করেছি। বুকে সাহস নিয়ে মাঠে নেমেছি। আমি সুপারম্যান নই, ম্যাজিক-বুলেটসম্পন্ন কোনো লোক নই। আগামীকাল কী হবে তা জানি না। প্রতিদিন সমস্যায় পড়ছি যতটুকু সম্ভব সকলকে নিয়ে সমাধানের চেষ্টা করছি।

তিনি বলেন, আমার পেছনে কোনো ক্ষমতাশীন শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন নেই। কোনো পুলিশ নেই। আমি সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের সমর্থনের ওপর নির্ভর করছি। তা ছাড়া নির্ভর করছি আমার নিজের আত্মবিশ্বাসের প্রতি। কেননা আমার ব্যক্তিগত ভুল-ভ্রান্তি থাকলেও কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নেই।

উপাচার্য বলেন, আমরা দুটি কারণে ডাকসু আয়োজনের দিকে যাচ্ছি। একটা হলো জনদাবি। আরেকটা ডাকসুর মাধ্যমে ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক চর্চার একটা ক্ষেত্র তৈরি হবে। গণরুম-গেস্টরুম কালচারের বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ তৈরি হবে।

তিনি বলেন, ডাকসু নিয়ে আমরা কোনো লুকোচুরি করব না। যে জায়গায় বাধার সম্মুখীন হবো, সেটা সবার কাছে পরিষ্কার করে দেব। গতকাল (সোমবার) যেটা দেখেছেন, সেটা তো পরিষ্কার। আমাদের শিক্ষার্থীরা আমাদের পাশে আছে। ছাত্র সংগঠনগুলো থেকেও যথেষ্ট সাপোর্ট আমরা পাচ্ছি। সব মিলিয়ে শিক্ষার্থীদের ডাকসু নিয়ে যে প্রত্যাশা- সেটা পূরণ করাই আমাদের দায়িত্ব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বলেন, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল লোকেরা মেরুদণ্ডবান হয়, তখন কেউ তাদের ওপর কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। বিগত সময়ে যেটা হয়েছে, প্রশাসন শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে কাজ না করে রাজনৈতিক দলগুলোর হাতিয়ার হিসেবে কাজ করত। এখনকার প্রশাসন শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে যথেষ্ট আন্তরিক। আশা করি, ভবিষ্যতে যারা আসবেন তারাও এমনই হবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামীপন্থী নীল দলের শিক্ষকরা এখনও কীভাবে বহাল তবিয়তে আছেন- এমন প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বলেন, যারা বিগত সময়ে বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িত ছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের বিশেষায়িত কমিটি গঠন করা আছে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর শিক্ষা খাতে কেমন পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন- এমন প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বলেন, ছাত্র এবং শিক্ষকের সম্পর্কের মধ্যে বড় একটা পরিবর্তন এসেছে। আগে প্রশাসন ছাত্রদের সাথে প্রতিপক্ষ হিসেবে কাজ করত। বর্তমানে এটা অনেকাংশেই পরিবর্তন হয়েছে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগ্যদের মূল্যায়ন করা হচ্ছে। যেটাতে আগে দলীয় ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া হতো।

ডাকসুতে 'অপ্রতিরোধ্য ৭১, অদম্য ২৪' প্যানেলের মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক প্রার্থী ফাহমিদা আলমকে গণধর্ষণের হুমকির বিষয়ে উপাচার্য বলেন, যা ঘটেছে- সেটা খুবই গুরুতর ঘটনা। এ বিষয়ে আমরা বিভিন্ন মাধ্যম থেকে অভিযোগ পেয়েছি। এখানে আচরণবিধি সম্পর্কিত কোনো বিষয় থাকলে সেটা নির্বাচন কমিশন দেখবে।

তিনি বলেন, তার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রক্টর অফিস এ বিষয়টি দেখছে। সাইবার বুলিংয়ের অভিযোগে খুব দ্রুতই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইত্তেফাক



ছাত্রীকে গণধর্ষণের হুমকির প্রতিবাদে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল (বাঁয়ে) ও ডাকসু নির্বাচন বাতিলের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে রাজধানীর প্রেস ক্লাব এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করে ছাত্রশিবির (ডানে) —ইত্তেফাক



ডাকসুর ইতিহাসে নির্বাচন উপলক্ষ্যে নজিরবিহীন ছুটি

ছাত্রসংগঠনগুলোর তীব্র আপত্তি

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষ্যে প্রথমে নিজস্ব ও সাপ্তাহিক মিলিয়ে টানা আট দিন ছুটি ঘোষণা করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তবে ছাত্রসংগঠনগুলোর তীব্র আপত্তির মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ছুটি চার দিন থেকে মাত্র এক দিন কমিয়েছে কর্তৃপক্ষ। সে হিসাবে ৮-১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাঁচ দিনের ছুটি থাকবে। এদিকে এ ঘটনাকে ডাকসুর ৭১ বছরের ইতিহাসে নজিরবিহীন বলে উল্লেখ করেছে ছাত্রসংগঠনগুলো। তারা বলছে, ১৯৮০ সালে এএফ রহমান হলে বোমা বিস্ফোরণের পর ভোটের আগের দিন মাত্র এক দিনের ছুটি দিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। মূলত ভোটার উপস্থিতি কমাতে এবং একটি বিশেষ ছাত্রসংগঠনকে সুবিধা দিতেই কর্তৃপক্ষ এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আগামী ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এবারের ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন। ইতিমধ্যে নির্বাচনি আমেজে সরগরম হয়ে উঠেছে ক্যাম্পাস। প্রথমে গত শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে আগামী ৭ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধের ঘোষণা দেয়া হয়। এর ফলে ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বরের সাপ্তাহিক ছুটি এবং ১১ ও ১২ সেপ্টেম্বরের সাপ্তাহিক ছুটিসহ টানা আট দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকত।

ডাকসু নির্বাচনে অংশ নেওয়া বিভিন্ন প্যানেল ও ছাত্রসংগঠনের আশঙ্কা, দীর্ঘ ছুটি পেলে অনেক শিক্ষার্থী ক্যাম্পাস ছেড়ে গ্রামের বাড়ি চলে যেতে পারে, যা নির্বাচনি

পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

ডাকসু নির্বাচনের প্রচারণায় প্রার্থীদের নানা কৌশল

- রিটকারী ছাত্রীকে গণধর্ষণের হুমকিদাতার শাস্তি দাবি
- তদন্তে দুই কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের

■ আমিনুল ইসলাম মজুমদার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনকে ঘিরে জমজমাট হয়ে উঠেছে ক্যাম্পাস। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর হবে ভোটগ্রহণ। প্রার্থীরা নানা অভিনব কৌশলে চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের প্রচার-প্রচারণা। এরই মধ্যে ছাত্রশিবির-সমর্থিত জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদের বিষয়ে রিট করা নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন আলোচনা। রিট করা নারী শিক্ষার্থী ও নির্বাচনের প্রার্থী বি এম ফাহমিদা আলমকে প্রকাশ্যে গণধর্ষণের হুমকি দিয়ে ফেসবুকে পোস্ট দেন আলী হুসেন নামের এক শিক্ষার্থী। তিনি সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০২০-২১ সেশনের শিক্ষার্থী, থাকেন সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে। যদিও পরবর্তীকালে আলোচনা-সমালোচনার মুখে রাতে ফেসবুকের এক লাইভে এসে ক্ষমা চায় এই শিক্ষার্থী। এই ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। এছাড়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক। এই ঘটনা তদন্তে ইতিমধ্যে দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এছাড়া ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষ্যে ঢাবির হলগুলোতে বহিরাগতদের অবস্থান করার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

প্রচারণায় নানা কৌশল : ডাকসু নির্বাচনে প্রার্থীরা নিজেদের জনপ্রিয়তা বাড়াতে এবং ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণ

পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

ডাকসুর ইতিহাসে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিবেশে প্রভাব ফেলতে পারে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নির্বাচন কমিশনের কাছে এ নিয়ে লিখিত অভিযোগও জমা দেয়। ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার মুখে পরে মাত্র এক দিন ছুটি কমায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

ছাত্রদলের মনোনীত জিএস প্রার্থী শেখ তানভীর বারি হামিম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এমন একটি নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিলেও এ বিষয়ে কোনো আলোচনার প্রয়োজনবোধ করেনি। সব সংগঠন দাবি জানালেও অজানা কারণে তারা দীর্ঘ ছুটি রাখার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে, যা সন্দেহজনক। আমরা শুরু থেকে বলে আসছি এই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষ ছাত্র সংগঠনের ইশারায় পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ মনোনীত ভিপি প্রার্থী আব্দুল কাদের বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কারো সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের দুরভিসন্ধি রয়েছে। একটি ছাত্রসংগঠন প্রশাসনকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। নির্বাচন কমিশনের সঙ্গেও তাদের একটি যোগ সংযোগ রয়েছে। তাদের সুবিধা প্রদানেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কারণ তাদের কিছু ফিক্সড ভোট আছে, যা আর কোথাও যাবে না।

আমার দেশ



ডাকসু নির্বাচন বানচালের চেষ্টা ও নারী হেনস্তার প্রতিবাদে মঙ্গলবার রাতে ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল, মধুর ক্যান্টিনে ছাত্রশিবির সমর্থিত এক কাথিত শিক্ষার্থী হোটেল সংবাদ সম্মেলন ◎ আমার দেশ

ডাকসু নির্বাচন

সাইবার বুলিংকাণ্ডে উত্তাল ক্যাম্পাস

- ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের বিক্ষোভ পাল্টাপাল্টি অভিযোগ
- দুই তদন্ত কমিটি গঠন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন ঘিরে আদালতের ঘুমিয়েদেশে অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। অন্যদিকে, নির্বাচন-সংক্রান্ত বিতর্কারী নারী প্রার্থীকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপমানকর মন্তব্য দেওয়ার ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠেছে ক্যাম্পাস। প্রশাসন ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলো পাল্টাপাল্টি প্রতিক্রিয়া জানালেও শিক্ষার্থীরা বলছেন, এগুলো পরিকল্পিতভাবে ডাকসু নির্বাচন বানচালের অপচেষ্টা।

এদিকে ডাকসু নির্বাচনের প্রক্রিয়া ও চূড়ান্ত তালিকা-সংক্রান্ত হাইকোর্টের আদেশের ওপর জারি থাকা স্থগিতাদেশ বহাল রেখেছে আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত। গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আবেদনের শুনানি শেষে আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি কাজী রাকীব আহমেদ এ আদেশ দেন। তবে বিষয়টির স্থগিত নিষ্পত্তির জন্য আজ বুধবার আপিল বিভাগের মূল কোর্টে শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের উপপরিচালক জাহাঙ্গীর মাহমুদ এক বিবৃতিতে বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক ডাকসু নির্বাচন আয়োজনের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। ডাকসু নির্বাচন যথাসময়েই অনুষ্ঠিত হবে।'

এদিকে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে হাইকোর্টের নাটকীয়তাকে নির্বাচন বানচালের পাঁয়তারা হিসেবে উল্লেখ করছেন শিক্ষার্থীরা। ডাকসুর কেন্দ্রীয় সংসদ পদপ্রার্থী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সাদোয়ার হোসেন সামি বলেন, 'হাইকোর্টের এই নাটকীয়তার অর্থ হলো আপাতত নির্বাচন হচ্ছে না। ডাকসু নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। আগামীকাল মূল কোর্টে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার হবে কি না, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আসবে।'

অন্যদিকে আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক পদপ্রার্থী আনিকা তাহসিনা অভিযোগ করে বলেন, তার শহীদের রক্তের মর্যাদাকে অবজ্ঞা করে, যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা হারিয়েছে। ডাকসু বানচালের নায়ক মুজিববাদী ফাহমিদাদের নৈতিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি থেকে বিতাড়িত করা জরুরি।'

৯৮ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

সাইবার বুলিংকাণ্ডে উত্তাল

শেষ পৃষ্ঠার পর

এদিকে রিটকারী নারী প্রার্থীকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'গণধর্ষণের' হুমকি দেওয়ার ঘটনায় সারা দেশে সমালোচনার ঝড় ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের আবাসিক শিক্ষার্থী আলী হোসেন তার ফেসবুক পোস্টে ওই নারী প্রার্থীর উদ্দেশে এমন কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দেন।

এর আগে গত সোমবার হাইকোর্ট ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের জিএস পদপ্রার্থী এসএম ফরহাদের প্রার্থিতা চ্যালেঞ্জ করে করা রিটের শুনানি শেষে ডাকসু নির্বাচন স্থগিতের আদেশ দেয়। ওই রিট আবেদন করেছিলেন কয়েকটি বাম দল সমর্থিত 'অপরাজেয় ৭১-অদম্য ২৪' প্যানেলের মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনবিষয়ক সম্পাদক প্রার্থী বিএম ফাহমিদা আলম।

পরে সোমবার ফাহমিদা আলম দুপুরে মধুর ক্যান্টিনে সংবাদ সম্মেলনে জানান, এসএম ফরহাদের অবস্থান মুক্তিযুদ্ধবিরোধী। এছাড়া তিনি নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ডাকসুর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এমন প্রার্থী অযোগ্য; তাই তিনি আদালতে রিট করেছেন।

এরপর আলী হোসেন ফেসবুকে লেখেন, 'হাইকোর্টের বিপক্ষে এখন আন্দোলন না করে আগে একে গণধর্ষণের পদযাত্রা করা উচিত'। তার এই বক্তব্য ক্যাম্পাসজুড়ে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের প্রতিবাদ

এদিকে সাইবার বুলিংকাণ্ডের প্রতিবাদ করে অভিযুক্ত শিক্ষার্থীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে মধুর ক্যান্টিনের সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি করে সংগঠনটি। এ সময় তারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে ১৩ দফা দাবি উত্থাপন করে।

সংগঠনটির উত্থাপিত ১৩ দফা দাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—মোট ভোটার অনুপাতে পর্যাপ্ত বুথ স্থাপন, ভোটগ্রহণের সময়সীমা বিকাল ৫টা পর্যন্ত বাড়ানো, ভোট গণনা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে সব পক্ষের প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করা, আচরণবিধি-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রহণ এবং পক্ষপাতহীনভাবে প্রয়োগ করা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অরুচিকর মন্তব্য বা আক্রমণ প্রচারকারী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পেজ ও গ্রুপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের নিরাপদে ভোটকেন্দ্রে আসার জন্য পর্যাপ্ত বাস ও ট্রিপের ব্যবস্থা করা এবং যৌন হয়রানির ঘটনা সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন নিপীড়নবিরোধী সেলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা।

ছাত্রদলের বিক্ষোভ

'গণধর্ষণের হুমকি' দেওয়ার ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষার্থী আলী হোসেনের ছাত্রত্ব বাতিল এবং তাকে দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে সারা দেশে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। এর অংশ হিসেবে গতকাল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকা থেকে একটি মিছিল বের করে ছাত্রদল। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

সমাবেশে ছাত্রদল নেতাকর্মীরা বলেন, নারী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য ও হুমকি শুধু নিন্দনীয়ই নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশের জন্যও মারাত্মক হুমকি। তারা অভিযোগ করেন, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এ ঘটনায় এখনো কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) পদপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী প্রকাশ্যে এক নারী প্রার্থীকে গণধর্ষণের হুমকি দিচ্ছে। অথচ সে এখনো ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রশাসন কিংবা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। একটি সুস্থ সমাজে এমন আচরণ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।'

সমাবেশে ছাত্রদল নেতাকর্মীরা অভিযুক্ত শিক্ষার্থী আলী হোসেনকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানান।

ছাত্রশিবিরের পাল্টা প্রতিক্রিয়া

এদিকে এসএম ফরহাদের প্রার্থিতার বৈধতা নিয়ে রিট আবেদনকারী নারী প্রার্থীকে গণধর্ষণের হুমকিদাতার সঙ্গে ছাত্রশিবিরের নয়, বরং ছাত্রদলের সম্পর্ক রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের ভিপি প্রার্থী আবু সাদিক কায়েম। গতকাল বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ অভিযোগ করেন তিনি।

সাদিক কায়েম বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে ফেসবুকে গণধর্ষণের হুমকিদাতার সঙ্গে ছাত্রদলের সম্পর্ক রয়েছে। তাকে দায়মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করছে ছাত্রদল; যার ফলে শিবিরকে দায়ী করা হচ্ছে। আমরা বলতে চাই, অন্যের ওপর দায় না চাপিয়ে অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। তিনি বলেন, আমরা গণধর্ষণের হুমকিদাতার ফেসবুকে অন্তত ১২টি পোস্ট দেখেছি, যেখানে দেখা যায় ছাত্রদলের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে তার।

প্যানেলের জিএস পদপ্রার্থী এসএম ফরহাদ অভিযোগ করেন, সাইবার বুলিংয়ের মতো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাত্রশিবিরকে জড়িয়ে ছাত্রদল রাজনৈতিক দেউলিয়াত্বের বহিঃপ্রকাশ করছে।

এদিকে গতকাল দুপুরে সাইবার বুলিংয়ের বিচ্ছিন্ন ঘটনায় ছাত্রশিবিরকে জড়িয়ে অপপ্রচারের প্রতিবাদ জানিয়ে শাহবাগ মোড়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করে ছাত্রশিবির কেন্দ্রীয় শাখা। এ সময় তারা বলেন, 'অভিযুক্ত আলী হোসেনের সঙ্গে শিবিরের কোনো সম্পর্ক নেই। ছাত্রদল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শিবিরকে জড়াচ্ছে।'

তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন

এদিকে গতকাল মঙ্গলবার সাইবার বুলিংয়ের ঘটনায় তিন সদস্যের সত্যানুসন্ধান তদন্ত কমিটি গঠন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টোরিয়াল বডি। এ ঘটনায় অভিযুক্ত সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের আবাসিক শিক্ষার্থী আলী হ হোসেন।

গত সোমবার ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের জিএস পদপ্রার্থী এসএম ফরহাদ এবং অপরাজেয় ৭১-অদম্য ২৪ প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী মো. নাইম হাসান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর বরাবর লিখিত আবেদন করেন। তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে সহকারী প্রক্টর মুহাম্মদ মাহবুব কায়সারকে। সদস্য হিসেবে রয়েছেন সহকারী প্রক্টর মিসেস শেহরীন আমিন ভূইয়া মোনামী ও সহকারী প্রক্টর মো. রেজাউল করিম সোহাগ।

এছাড়া গতকাল ঘটনার তদন্তে দুই সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে ডাকসু নির্বাচন কমিশন। গঠিত কমিটিতে আহ্বায়ক করা হয়েছে তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মোস্তাক গাউসুল হককে, যিনি ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫-এর রিটার্নিং অফিসার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। সদস্য হিসেবে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর ও ডাকসু আচরণবিধি-সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের সদস্য জাহাঙ্গীর আলম।

এদিন টাস্কফোর্সের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ওই তথ্যানুসন্ধান কমিটিকে আগামী তিন কর্মদিবসের মধ্যে লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

হলে গেস্ট ও বহিরাগতদের অবস্থানে নিষেধাজ্ঞা

গতকাল ডাকসু নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে বৈধ শিক্ষার্থী ছাড়া কোনো বহিরাগত/অতিথির অবস্থানে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন জানায়, ভোট আয়োজন শেষ হলে এই নীতিমালা খারিজ করা হবে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৯ ভাদ্র ১৪৩২

DU in Media

03 September 2025

সমকাল



ডাকসু নির্বাচনে শিবির-সমর্থিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে রিটকারী ছাত্রীকে গণধর্ষণের হুমকির প্রতিবাদে মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সড়কে বিক্ষোভ মিছিল করে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ■ সমকাল

হুমকিদাতার শাস্তির দাবিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা সোচ্চার

■ সমকাল প্রতিবেদক

ডাকসু প্রার্থীকে গণধর্ষণের হুমকি

- ১৩ দাবি শিক্ষক নেটওয়ার্কের, তদন্তে দুই কমিটি প্রশাসনের
- সাইবার বুলিং বন্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি সাদা দলের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিলের জন্য হাইকোর্টে রিট করা নারী প্রার্থীকে গণধর্ষণের হুমকির ঘটনায় দুটি তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়েছে। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর কার্যালয় এবং ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন কমিশন পৃথক কমিটি গঠন করেছে।

ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত 'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট' প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী এস এম ফরহাদের প্রার্থিতা চ্যালেঞ্জ করে রিট আবেদন করেছিলেন ওই ছাত্রী। এরপর সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষার্থী ওই ছাত্রীকে 'গণধর্ষণের' হুমকি দিয়ে ফেসবুকে পোস্ট দেন। এর প্রতিবাদ জানিয়েছে বিভিন্ন সংগঠন। গতকাল হুমকিদাতার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক ও শিক্ষকদের সাদা দল। বিচার চেয়ে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ছাত্রদল।

প্রক্টর কার্যালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সামাজিক মাধ্যমে কুরুচিপূর্ণ ভাষায় আক্রমণ করে হুমকি দেওয়ার ঘটনায় ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থী এস এম ফরহাদ এবং 'অপরাজেয় ৭১ অদম্য ২৪' প্যানেলের সহসভাপতি প্রার্থী নাইম হাসান লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। এর ভিত্তিতে প্রক্টর কার্যালয় তিন সদস্যের বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কমিটিতে সহকারী প্রক্টর মুহাম্মদ মাহবুব কায়সারকে আহ্বায়ক এবং সহকারী প্রক্টর শেহবীন আমিন ভূঁইয়া ও মো. রেজাউল করিম সোহাগকে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে।

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন কমিশন গঠিত কমিটিতে রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক কাজী মোস্তাক গাউসুল হককে আহ্বায়ক এবং সহকারী প্রক্টর জাহাঙ্গীর আলমকে সদস্য করা হয়েছে। তাদের তিন কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

শাস্তির দাবি শিক্ষক নেটওয়ার্কের

গণধর্ষণের হুমকি দেওয়া ওই ছাত্রের যথাযথ প্রক্রিয়ায় শাস্তির দাবি জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক। মধুর ক্যান্টিনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে প্রশাসনের কাছে ১৩ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক গীতি আরা নাসরীন, সহকারী অধ্যাপক মার্জিয়া রহমান, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সামিনা লুৎফা এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কামরুল হাসান মামুন। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের শিক্ষক মোশাহিদা সুলতানা এবং তাহমিনা খানম।

শিক্ষকদের সাদা দলের প্রতিবাদ

নারী শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বিএনপিপন্থি শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দল। মঙ্গলবার সংগঠনটির এক বিবৃতিতে বলা হয়, ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নারী প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের সম্পর্কে সাইবার বুলিং অব্যাহত রয়েছে। এসব নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের কাছে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি করছি।

ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল

গণধর্ষণের হুমকি দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে ছাত্রদল। টিএসসি থেকে মিছিল নিয়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তারা। ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান বলেন, নারীদের পোশাকের স্বাধীনতা, কথা বলার স্বাধীনতা হরণ করেছে একটি গুপ্ত সংগঠন। তারা নিজেদের পরিচয় দিতে লজ্জা পায়। তাকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে শাস্তি দিতে হবে। এ ছাড়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল করেছে ছাত্রদল।

হুমকিদাতা শিবিরের সঙ্গে যুক্ত– দাবি কাদেরের

গণধর্ষণের হুমকি দেওয়া শিক্ষার্থী ছাত্রশিবিরের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ করেছেন গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের মনোনীত বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের ভিপি প্রার্থী আবদুল কাদের। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'হুমকিদাতার আইডিতে ছাত্রশিবিরের প্রমাণ পাওয়া গেছে।'

The Financial Express

PUBLIC UNIVERSITY STUDENT UNIONS 2025



JCD organised a protest rally on the Dhaka University campus on Tuesday. — FE Photo

Protests erupt at DU after candidate threatened with 'gang rape'

DU CORRESPONDENT

A Dhaka University (DU) student has been accused of threatening a DUCSU candidate with 'gang rape', sparking protests from student groups. The DU administration has formed a committee to investigate the allegation.

The allegation was raised against Ali Hossain, a student of the Sociology Department (2020-21 session) and a resident of Shahid Sergeant Zahurul Haque Hall.

On Monday, following a High Court order that suspended the DUCSU election - after a writ petition filed by Aparajeyo '71-Odommo '24 panel candidate B M Fahmida Alam - Ali posted on Facebook, "Instead of protesting the High Court order, it would be better to hold a march for her gang rape first."

Although Ali later apologised in a video message and claimed he was not involved with any political organisation, students alleged that he frequently joined programmes of different groups.

Authority forms probe committee

The post drew immediate backlash. That night, a protest march started from Jagannath Hall, joined by students from different organisations.

At 9:30 pm, Islami Chhatra Shibir held a press conference, condemning the remark and accused its rivals of running propaganda by linking Ali with the student wing.

On the following day, Bangladesh Jatiyatabadi Chhatra Dal (JCD) organised a protest rally at TSC. Its activists marched to the vice-chancellor's office and staged a sit-in, chanting slogans demanding Ali's expulsion.

Speaking at the rally, JCD VP candidate Abidul Islam Khan said, "Since August 5, women's freedom of dress and speech has been suppressed by a secretive group. Now, on this campus, a student has threatened to gangrape his classmate. Yet the administration and the state have taken no action. We demand Ali's immediate arrest and academic punishment."

Shibir also staged a separate demonstration, marching from the National Press Club to Shahbag in the capital. Its leaders claimed that conspiracies were underway to shut down student unions across the country.

Shibir Secretary General Nurul Islam Saddam alleged: "From London, orders are being given to stop the DUCSU and hall union elections."

Meanwhile, the DU administration formed a three-member probe committee on Tuesday - following applications from Shibir-backed GS candidate S M Farhad and left-aligned VP candidate Md Naim Hasan.

According to a press release - signed by Assistant Proctor Saifuddin Ahmed - Assistant Proctor Muhammad Mahbub Kayser was appointed convener of the committee, with assistant proctors Sheherin Amin Bhuiya and Md Rezaul Karim Sohag as members.

armanhossen7971@gmail.com

আমার দেশ বুধবার ■ ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ■ ১৯ ভা

আমার দেশকে ডাকসু প্রার্থী জুমা

সাইবার বুলিংয়ের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেব



স্টাফ রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ফাতিমা তাসনিম জুমা। ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট প্যানেলের থেকে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনবিষয়ক সম্পাদক পদ প্রার্থী তিনি। গত বছরের ৫ আগস্টের পর বেশ কয়েকবার সাইবার বুলিংয়ের অভিযোগ করেন তিনি। সেটা ছিল মূলত নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে। কিন্তু ডাকসু নির্বাচনে প্রার্থিতা ঘোষণার পর থেকে নিয়মিতভাবে ডিজিটাল মাধ্যমে হ্যারেসমেন্টের শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি। তবে এখন শুধু ছাত্রলীগ নয়, বরং প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেলের প্রার্থী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ করেন জুমা। শুধু অভিযোগ নয়, বরং ছাত্রদল, বাগছাস, বাম ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের অবমাননাকর পোস্ট বা কমেন্টের ৬৯৪টি স্ক্রিনশট সংরক্ষণ করেছেন বলেও সম্প্রতি ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছে জানিয়েছেন আলোচিত এই প্রার্থী। সোমবার রাতে ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এসব তথ্য জানান।

এর আগে এসব বিষয়ে জুমা সাংবাদিকদের বলেন, তার কাছে ছয় শতাধিক স্ক্রিনশট আছে- যেখানে ছাত্রদল, বাগছাসের নেতাকর্মীরা তাকে ধর্ষণ ও হত্যার হুমকি দিয়েছেন। এমনকি তাকে নিয়ে অশ্লীল ভিডিও বানানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন, আজকে (সম্প্রতি) এক নারী প্রার্থীকে দলবদ্ধধর্ষণের হুমকির প্রতিবাদ হওয়া জরুরি। কিন্তু সেটা যদি হয়; তাহলে আমার ঘটনাগুলোতে কেন হবে না? আমার প্রশ্ন এখানে।

ফেসবুকে দেওয়া স্ট্যাটাসে কয়েকটি স্ক্রিনশট সংযুক্ত করে জুমা লেখেন, 'ছাত্রদল, বাগছাস, বামপন্থি ও লীগের ৬৯৪টি স্ক্রিনশট সিলেক্টিভ প্রতিবাদীদের মুখে ছুড়ে দিতে পোস্ট করব, নাকি ড্রাইভ লিংক করে দেব পরামর্শ দিন। আর যেসব সুশীল বলতেছেন দলবদ্ধধর্ষণ খারাপ ওয়ার্ড, ... ভালো ওয়ার্ড তাদের হিপোক্রেসি বের করে ছাড়ব।'

তিনি আরো লেখেন, 'আমি উমামা ফাতেমা আপুর (স্বতন্ত্র প্রার্থী) সঙ্গে একদিন কথা বলছিলাম যে, সব প্যানেলের সবাই মিলে মেয়েদের ইস্যু নিয়ে কথা বলি, লিগ্যালি যাই। কোনো আগ্রহ দেখায়নি। মায়েদ (ছাত্রদলের প্রার্থী) ভাইকে নক দিয়েছি, তার দলের ব্যাপারে কার কাছে অভিযোগ দিলে সমাধান হবে জানতে। তিনি বললেন, কী নোংরামি হচ্ছে জানেনই না। ফাহমিদার জন্য বিচার চাই। যেমন আগেও মনসুরা, সীমা, ইমি, উমামার জন্য চেয়েছি। সেই সঙ্গে তাদেরও বিচার চাই আমার সঙ্গে হওয়া অন্যায়কে পরোক্ষ সমর্থন দেওয়ার জন্য।'

এসব বিষয়ে মঙ্গলবার আমার দেশকে জুমা বলেন, 'ঢাবি প্রশাসনের কাছে আমি মৌখিকভাবে অভিযোগ দিয়েছি, প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছি। দু-এক দিনের মধ্যে আমার সব ডকুমেন্ট রেডি হলে আমরা আইনি প্রক্রিয়ায় যাব।'

সময়ের আলো



নারী নিপীড়নের প্রতিবাদে মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করে বাংলাদেশ আওয়ামীপন্থী ছাত্রদল। ডাকসু বাতিলের দাবুসহ, নারী হেনস্থা, চাঁদা ও বাকবিতে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার বিরুদ্ধে অব্যাহত বিষ্ফোরণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ভূতাক্ত

দেশ রুপান্তর



স্বতন্ত্র শামীমের ম্যাজিক কাজে আসবে কি

এইচ এম খালিদ হাস্সান

ডাকসু নির্বাচন

ডিপিপাল্টী শামীম হোসেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে স্বতন্ত্র সহসভাপতি (ডিপি) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী শামীম হোসেন। সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। সেই জনপ্রিয়তার প্রভাব ভোটে পড়বে কি না, ডিপি পদে হারলেও এজিওর ইটিকেপ্টেবল প্রার্থী তার অবস্থানটা, ভোটারের কাছে যাওয়ার কৌশল শেষ পর্যন্ত কাজে আসবে কি না—এসব নিয়ে দেশ রূপান্তর তার সঙ্গে কথা বলেছে। সেখানেই উঠে এসেছে স্বতন্ত্র শামীমের ম্যাজিক। তিনি ডাকসুকে রাজনৈতিক বলয়ের বাইরে রাখতে চান। তিনি শিক্ষার্থীদের প্রাতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে এই নির্বাচনে আশ নিয়েছেন।

শামীম হোসেন ওরফে উটম্যান সাধারণত এক প্রবাসে থাকে। আর বছরেরী ইউনিয়ন পরিষদে যায় করার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেখান থেকেই নামে হওয়ার রাজনীতি হয়েছে। জনসম্পৃক্ততার অভিজ্ঞতা তৈরি হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে সেখানের শিক্ষার মান ও পরিবেশ তার কষ্টদায়ক সঙ্গে মিলছে না। ক্লাসে ঠিকমতো জ্ঞান অর্জন হচ্ছে না, ক্লের কয়ে ক্লাসে যেতে

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭ >

স্বতন্ত্র শামীমের ম্যাজিক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

য়। একসময় এখান থেকে দেশনেতা নির্বাচিত হয়েছেন, এখন সেই পরিবেশ নেই। এসব দেখে ভেবেছেন, শিক্ষার্থীদের সমস্যার কথা বলতে এবং জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করতে ডাকসুর ডিপি পদে দাঁড়ানো দরকার।

এক প্রশ্নের জবাবে শামীম হোসেন বলেন, 'ডাকসু নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে, এটি স্পষ্ট। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আমেন যৌক্তিকভাবে আপোসহীনের মাধ্যমে নিজেদের দাবি আদায় করতে হয়। আমি মনে করি, ডাকসুকে রাজনৈতিক সংসদ থাকিয়ে রেখে শিক্ষার্থীদের প্রাতিফর্ম হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সেটিই আমার লক্ষ্য।'

ছিপিপাল্টী শামীম হোসেন দেখন প্রশাসনের সঙ্গে যেকে জবাবদিহি নিশ্চিত করার একটি পদ ছিসেবে। মিটাদিনের সেক্রুত্বপূর্ণ রাজনীতিক কারণে বিশ্ববিদ্যালয় রাজনৈতিক ইনস্টিটিউশনে পরিণত হয়েছে। শামীম ডিপি হয়ে সেই জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু করতে চান।

শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়ার কথা জানান শামীম। তিনি প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের কাছে যাচ্ছেন। তাদের সমস্যার কথা শুনছেন এবং তার ইশতেহার তুলে ধরছেন।

শামীমের ভোটে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সমস্যা হচ্ছে যৌনহয়রানি ও ছাত্রছাত্রীদের সাম্প্রতিক এক প্রবাস ছাত্রে। আর পর ডাকসুকে জাগ্রত করা হয়েছে। এখন বিশ্ববিদ্যালয় রাজনৈতিক সংসদ প্রক্রি সাপোর্টনের ছাতে চলে গেছে। যোগ্যতা নয়, রাজনৈতিক পরিচয়ই শিক্ষক খাবার, লাইব্রেরির বইয়ের অভাব, প্রযুক্তিগত পদচংপলতা— এসব সমস্যায় ভুগছে। অথচ এসব নিয়ে চেটে কথা করে না। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ ছাতে শিক্ষার্থীদের ছারাদারা, গাগরুমে বা ছালে ঘুমাচ্ছে হতো। নতুন হল নির্মাণের উদ্যোগ নেই। এগুলো জবাবদিহির অভাবের ফল। প্রশাসন বিভিন্ন অজুহাত দিয়ে শিক্ষার মানের অবনতির বিষয় এড়িয়ে যান।

নির্বাচিত হলে তাঁর অগ্রাধিকার হবে– প্রথম কয়েক সপ্তাহ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের লগল হয়ে যাওয়া জমি পুনরুদ্ধারে কাজ করবেন। প্রশাসন, সরকার এবং নিনিষ্ক উপাসেইনের সহযোগিতায় এ প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব। ক্যাম্পাসে সিমানা ও গাড়া নিয়ন্ত্রণ করে নিরাপত্তা জোরদার করার কথা জানিয়েছেন। বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীরা যেন নিরাপদ থাকেন।

শামীম মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রিফর্মেশন দরকার। এক বছরেই সব করা যাবে না, কিন্তু একটি উদারণ তৈরি করে যেতে চান তিনি। তিনি ডাকসু নির্বাচন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডারে যুক্ত করতে চান। নির্ধারিত প্রতিনিধি ছাড়া সিনেট সদস্যে দেবেন না। ওয়েবসাইট ও মিডিয়া সেল তৈরি করবেন, যেখানে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ জানাতে পারবেন। হলে হলে সাব-কমিটি করে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলবেন। আধুনিক প্রযুক্তির যুগেও শিক্ষার্থীদের এখনো মানুষজন ব্যাংকে গিয়ে কি কথা দিতে হয়, ফ্রিল জটোকপি করে জমা দিতে হয়। অথচ, প্রযুক্তিগত বৈশ্বিক উন্নতির পরও এখনকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা সময়ের চেয়ে অনেক পিছিয়ে। এ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করতে চান শামীম।

শামীম বিশ্বাস করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নেতৃত্ব দেখানোর ক্ষমতা আছে। অক্সফোর্ড-কামব্রিজের যেমন শিক্ষার্থীরা যোগ্যতা দিয়ে প্রতিষ্ঠিকা করেন, এখানেও তাই হওয়া উচিত। যদি শিক্ষার্থীরা মনে করেন তিনি যোগ্য এবং তার ভালোবার সঙ্গে তারা সংযুক্ত হতে পারেন, তাহলে শামীম আশাবাদী শিক্ষার্থীরা তাকে ভোট দেবেন।

স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার বিষয়ে শামীম জানান, পানেলে গেলে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। তিনি যা ভাবনা বা করতে চান। পানেলের কারণে সবটা বলা সম্ভব হতো না। তাই শিক্ষার্থীদের স্বার্থে, জাতীনভাবে কাজ করার জন্যই তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। এই স্বতন্ত্র থেকেই স্বতন্ত্র শামীমের ম্যাজিক।